অধ্যায় ৯ : ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের পদ্ধতি

বিন্যাস ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ ক্ষেত্র সমীক্ষা

৯.৩.১. প্রাক্-ক্ষেত্র পর্ব

৯.৩.২. ক্ষেত্র পর্ব

৯.৩.৩. ক্ষেত্রকর্ম-পরবর্তী পর্ব

৯.৩.২.১. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

৯.৩.২.২. প্রশ্নাবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ

৯.৩.২.৩. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

৯.৩.২.৪. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও প্রশ্নাবলি পদ্ধতির পার্থক্য

৯.৪ ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রতিবেদন

৯.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ

৯.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৯.৭ অতিরিক্ত পঠন

৯.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

৯. ৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে আপনারা জানবেন —

- ক্ষেত্র-সমীক্ষার স্বরূপ
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রাক-প্রস্তুতি
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার ক্ষেত্র-পর্ব তথা সমীক্ষা-পদ্ধতি
- সমীক্ষা পরবর্তী কর্ম
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রতিবেদন

৯.২ পরিচিতি

কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির মূলত দু'টি দিক রয়েছে। যথা- বস্তুনির্ভর

ও অ-বস্তুনির্ভর তথা মৌখিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি। বস্তুনির্ভর সবকিছুর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, লোকশিল্প, লোকাচার ইত্যাদি। এই বস্তুনির্ভর সংস্কৃতির পাশাপাশি অ-বস্তুনির্ভর মৌখিক সংস্কৃতিকে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। কালের নিয়মে যুগের পর যুগ ধরে ভিন্ন সংস্কৃতির আগ্রাসন, আধিপত্যবাদ কিংবা সমাজ বিবর্তনের ধারায় এই লোক-ঐতিহ্যগুলি ম্লান হতে থাকে। ফলে এইসব সাস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমাজের মূল স্রোতে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এরফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা গবেষণা, অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় এই লোকসংস্কৃতির (Folklore) মধ্যকার লোক ইতিহাস, ঐতিহ্যকে জানার ও বোঝার এমনকি সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম- ক্ষেত্র সমীক্ষা। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির তথ্যসমৃদ্ধ সামগ্রিক পরিচয় পাওয়ার অন্যতম উপায় এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। ইংরেজিতে বলা হয় 'field work'। এর নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও ধরন রয়েছে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

৯.৩ ক্ষেত্র-সমীক্ষা

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে বেছে নিয়ে সেই অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব এমনকি ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক চিত্রকে জানার ও বোঝার মধ্য দিয়ে চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজ। লোকসংস্কৃতির প্রাথমিক তথ্যকে সংগ্রহ করা হয় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে। একটি উত্তম গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম কাজ হল গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। উপরের আলোচনা অনুসারে গবেষকদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সামগ্রিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় —প্রাইমারি বা প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি বা গৌণ তথ্য। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সংগ্রহ কথাটির একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। সংগ্রহ বলতে যেকোন খেয়াল-খুশী মতো সংগ্রহ অথবা শখের সংগ্রহ হতে পারে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে সংগ্রহও হতে পারে। তবে গবেষণার তথ্য কিছু পদ্ধতিকে অনুসরণ করে সংগ্রহ করতে হয়। গবেষক যখন কোন নির্বাচিত গ্রন্থ অথবা নির্বাচিত লেখকের উপর গবেষণা করেন, তখন সেই নির্বাচিত গ্রন্থ বা নির্বাচিত লেখকের গ্রন্থগুলোকে প্রাথমিক তথ্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু গবেষক যদি কোন ক্ষেত্র (Field)-কে কেন্দ্র করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে যান, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক তথ্যদাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা তথ্যকে Primary Data বা প্রাথমিক তথ্য বলা হয়। এই দুই ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক সমীক্ষাটি সম্পন্ন হয়। এ-ছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে সমীক্ষকের প্রাথমিক কিছু প্রস্তুতিপর্ব থাকে। যেমন স্থান, কাল, ভাষা ও মানুষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা। প্রাথমিক প্রস্তুতির পর বুদ্ধিগত ও বস্তুগত কিছু দিকের ওপর নজর দিতে হয়। যেমন- সংযোগ স্থাপন কৌশল, সঠিক স্থানে অবস্থান, আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি, দিনপঞ্জি তৈরি, তথ্যপঞ্জিকরণ ইত্যাদি। বিভিন্ন গবেষকগণ ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়টিকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেছেন। সামগ্রিক বিচারে ক্ষেত্রকর্মকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় —

প্রাক্-ক্ষেত্রকর্ম পর্ব

ক্ষেত্রকর্ম পর্ব

ক্ষেত্রকর্ম পরবর্তী পর্ব

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কী বোঝ? (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৩.১. প্রাক্-ক্ষেত্রকর্ম পর্ব

কোন একটি অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার পূর্বে কিছু প্রস্তুতি থাকে। যেমন- অঞ্চল নির্বাচন, লক্ষ্য ঠিক করা, বিষয় নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের নানা মাধ্যম জানা, তথ্য সংগ্রহে নানাস্থানে ভ্রমণের তালিকা নির্মাণ, কল্পিত প্রশ্নমালা নির্মাণ, আনুমানিক খরচের হিসাবসহ আরও নানাবিধ বিষয় এই পর্বে যুক্ত থাকে।

এই সব ভাবনাচিন্তার যে পর্যায়, তাকে প্রাক-ক্ষেত্রকর্ম পর্ব বলা হয়ে থাকে। প্রাক-ক্ষেত্রকর্ম পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই স্তরেই একটি ক্ষেত্রকর্মের যে মূল পরিকল্পনা করা হয়, ক্ষেত্রকর্মকালে সেই পরিকল্পনাকেই রূপায়িত করা হয়। কোন গবেষক, তাঁর সুবিধা এবং প্রয়োজন বুঝে, নিজস্ব তালিকা করে নিতে পারেন। তবে সঙ্গে কী কী নিতে হবে, তার একটা লিখিত তালিকা করে নিলে, কোন উপকরণ বা বিষয় ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নীচে কিছু উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হল –

১। ক্ষেত্রকর্মের ফরম্যাট
২। প্রশ্নমালা
৩। ভিডিও ক্যামেরা ও স্টিল ক্যামেরা, ভয়েস রেকর্ডার
৪। নোটবুক, কলম, পেন্সিল
৫। বেটারি চার্জার
৬। ল্যাপটপ
৭। নিজের পরিচয়-পত্র
৯। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের চিঠি
৯। স্টেশনারি কিট (পিন, স্টেপলার, ক্লিপ ইত্যাদি)
১০। জরুরী ফোন নম্বর ও ঠিকানা
১১। জরুরী ওষুধ-পত্র ইত্যাদি

প্রয়োজন অনুসারে এই তালিকা আরও বেশি হতে পারে। গবেষক তার নিজস্ব সাধ্য ও পরিকল্পনা অনুসারে তার সম্প্রসারণ বা সংকোচন করে নিতে পারেন।

তালিকা অনুসারে সরঞ্জাম প্রস্তুত হলে, প্রথম যে কাজটি করতে হবে, সেটি হল নির্বাচিত ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। হঠাৎ করে অপরিচিত কোন ক্ষেত্রে গেলে তথ্য সংগ্রহে নানা রকম বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন অনেক অঞ্চলেই অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে সহজে সেখানকার মানুষ কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চায় না। তাই কোন পরিচিত লোক বা ব্যাক্তিকে দিয়ে আগে থেকেই সংবাদ দিয়ে নিজের পরিচিতি তৈরি করে ক্ষেত্রে পৌঁছালে ক্ষেত্রকর্ম অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তাই কিছু মানুষ খুঁজে বের করতে হয়, যারা গবেষকের সঙ্গে ক্ষেত্রস্থিত জনগণের সঙ্গে সংযোজকের কাজ করবেন। এই ধরনের সংযোগ স্থাপনকারী মানুষদের ক্ষেত্রবন্ধু বলা হয়। গবেষককে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য এক-দুজন এরকম ক্ষেত্রবন্ধু তৈরি করতে হবে, যারা পর্যায়ক্রমে ক্ষেত্রকর্মে নানা ভাবে সাহায্য করবেন।

ক্ষেত্রবন্ধুর দ্বারা উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে গবেষক কবে কখন ক্ষেত্রে পৌঁছাবেন, কোন কোন বিষয়ের উপরে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন –সেই সব ঠিক করে নেবেন। সব ঠিক হয়ে গেলে তবে তিনি ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। এই সব কাজ আগেভাগে না করে নিলে, দেখা গেল যেদিন গবেষক ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছালেন, সেদিন হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ দু-একজন তথ্যদাতা সেখানে অনুপস্থিত। যে-কোন কারণেই ক্ষেত্রের তথ্যদাতা বাইরে যেতেই পারেন। তাই আগে থেকেই যোগাযোগ করে গেলে এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয় না।

নির্বাচিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ হলে গবেষক ক্ষেত্রে পৌঁছাবেন। তারপর শুরু হবে পরবর্তী পর্ব বা পর্যায়। যাকে আমরা 'ক্ষেত্রকর্ম পর্ব' বলে উল্লেখ করেছি।

৯.৩.২. ক্ষেত্রকর্ম পর্ব

এই পর্বটি একেবারে ক্ষেত্রসমীক্ষা চলাকালীন পর্ব। এখানে দু'টি দিক গুরুত্বপূর্ণ। তথা- দেখা ও জানা। কোন কোন বিষয়ের তথ্য উঠে আসছে বা আসা সম্ভব তা তৎক্ষণাৎ বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঠিক করা এবং সাক্ষাৎকার, রেকর্ডিং, ছবি তোলা ইত্যাদি নানা উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ করা। এখানে আমাদের দেখা ও জানা আসলে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ (scientific observation)- "Scientific Obsevation is methodical way of recognizing and noticing a fact or occurrence, often involving some sort of measurement. Scientific observations should be specific, and recorded immediately" ('Research Methods in Social Sciences'. Ray-Mandal. P 97)

আবার তথ্য সংগ্রহের সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মধ্যে মৌখিক পদ্ধতিকেও ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে। তা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত তুলে ধরা হচ্ছে।

৯.৩.২.১. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষা মূলক গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। Willam J. Goode এবং Paul K. Hatt তাঁদের Methods in Social Research গ্রন্থে বলেছেন —"Science begins with observation and must ultimately return to observation for its final validation."

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা 'পর্যবেক্ষণ' কথাটা ব্যবহার করে থাকি। আমরা সব সময় কিছু না কিছু পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। তবে সেগুলি সাধারণ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক গবেষণায় বিজ্ঞাননিষ্ঠ পর্যবেক্ষণকেই বিবেচনা করা হয়। পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। পর্যবেক্ষণ গভীর হলে অথবা বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণের অধিকারী হলে গবেষকদের বিশ্লেষণ প্রখর হয়। পর্যবেক্ষণ, একজন গবেষককে, পরিবেশ বা context–এর সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ স্থাপন করায়। পর্যবেক্ষণেরও আবার কয়েকটি ধরন রয়েছে।

(ক) পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন: একজন গবেষক যখন সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেখানকার নানা বিষয়কে লক্ষ করেন, তখন তাকে Participant Observation বলে।

(খ) নন-পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন: গবেষক যদি মূল বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে পার্টিসিপেট না করে, দূর থেকেই সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাকে নন-পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন বলে।

(গ) কনট্রোল্ড অবজারভেশন: যে বিষয় সংগ্রহ করা হচ্ছে, বা যে বিষয়ের উপরে গবেষণার কাজ চলছে, গবেষক যদি তার উপরে কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করতে চান, তখন তাকে বলা হয় কনট্রোল্ড অবজারভেশন।

(ঘ) আন-কনট্রোল্ড অবজারভেশন: যে বিষয় সংগ্রহ করা হচ্ছে, বা যে বিষয়ের উপরে গবেষণার কাজ চলছে, তার উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ না করে, যদি বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় আন-কনট্রোল্ড অবজারবেশন।

৯.৩.২.২. প্রশ্নাবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ

প্রশ্নাবলি দ্বারা তথ্য সংগ্রহ হল একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে Questionnaire Method বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গবেষক প্রথমে তাঁর সংগৃহীত বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্যদাতাদের কাছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রবন্ধুর (যাঁরা উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে থেকে গবেষককে সমীক্ষায় সাহায্য করেন) কাছে ডাকযোগে বা অন্য কোন Digital Media যোগে প্রেরণ করেন, যা প্রধানত তথ্যদাতাগণ বা ক্ষেত্রবন্ধুগণ পূরণ করে থাকেন। ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে গবেষক নিজে যে প্রশ্নগুচ্ছ ধরে সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকেন, তাকেও কোয়েশ্চেনিয়ার বলা হয়। কিন্তু সে-প্রশ্নমালা গবেষকের মন-মর্জি অনুসারে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু Questionnaire Method-এর প্রশ্নমালা

পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। তথ্যদাতার কোন ধরনের তথ্য যেমন তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য ও বিষয়গত তথ্যের কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। আবার কোনো গবেষক এবার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে নিলে, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং Questionnaire Method উভয় ক্ষেত্রেই সেটি ব্যবহার করতে পারেন।

৯.৩.২.৩. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষার গবেষণার সময় সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিকে Verbal Method-ও বলা হয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে, প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়াকে বা উত্তরকে সংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। ইন্টারভিউ করার জন্য যে প্রশ্নমালা থাকে, সেই প্রশ্নগুলিকে Interview Schedule বা Questionnaire বলে। Schedule হল একপ্রকার প্রশ্নগুচ্ছ, যা একজন গবেষক তথ্যদাতার সঙ্গে কথা বলে পূরণ করে থাকেন। ড: রেবতী মোহন সরকার, শিডিউল্ড মেথড সম্পর্কে লিখেছেন —

"কোন বিশেষ ধরনের অনুমান বা ধারণার পরীক্ষা করে রচিত একটি প্রশ্নমালার নাম হল অনুসূচি বা সিডিউল (Schedule)। অনুসূচিতে স্থানপ্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলি সমীক্ষক নিজে সংবাদ দাতার সম্মুখে উপস্থাপনা করেন। তারপর সংবাদদাতা প্রদত্ত উত্তরগুলি নিজেই লিপিবদ্ধ করেন।"

ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের কিছু প্রকারভেদ আছে। সাধারণত, ইন্টারভিউয়ের ছ'টি প্রকারভেদ দেখা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ —

(ক) স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ

(খ) নন-স্ট্রাকচারড ইন্টারভিড

(গ) ফোকাসড্ ইন্টারভিউ

(ঘ) রিপিটেটিভ ইন্টারভিউ

(ঙ) পার্সোনাল ইন্টারভিউ

(চ) গ্রুপ ইন্টারভিউ

সাক্ষাৎকারের এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

(ক) স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ: Structured Interview-এর ক্ষেত্রে, কোন গবেষক, একটি প্রশ্নমালা (Questionnaire) তৈরি করেন এবং সেই প্রশ্নমালা অনুসারে একাধিক লোকের সাক্ষাৎকার নিয়ে, তাদের ভাবনাকে জানার চেষ্টা করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন।

(খ) নন-স্ট্রাকচারড ইন্টারভিউ: Non-Structured Interview এক ধরনের খোলামেলা কথোপকথন বা জিজ্ঞাসাবাদ। এখানে সুনির্দিষ্ট কোন প্রশ্নমালা থাকে না। এক্ষেত্রে গবেষক তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা মাথায় রেখে, যে কোন রকম প্রশ্নই করতে পারেন।

(গ) ফোকাসড্ ইন্টারভিউ: কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যদি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে থাকে, তখন তাকে Focussed Interview বলে।

(ঘ) রিপিটেটিভ ইন্টারভিউ: কোন সামাজিক পরিবর্তন (Social Change), অথবা সমাজের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে বুঝতে গেলে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই সাক্ষাৎকার, পর পর গ্রহণ করতে হয়। একে পৌনঃপুনিক সাক্ষাৎকার বা Repetitive Interview বলে।

(ঙ) পার্সোনাল ইন্টারভিউ: কেবল একজন তথ্যদাতাকে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করার রীতিকে Personal Interview বলে। সাধারণত সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে, নির্বাচিত লেখক যদি বেঁচে থাকেন, সে-ক্ষেত্রে এই ধরনের সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বিশেষ কোনো একজন বৃহৎ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে, সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

(চ) গ্রুপ ইন্টারভিউ: কোন গবেষক, একই সঙ্গে একাধিক তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে, তাকে Group Interview বলা হয়।

উক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আরও নতুন নতুন পদ্ধতির আমদানি হয়েছে। গ্রুপ টু গ্রুপ, গ্রুপ টু ইণ্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউ গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৩.২.৪. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও প্রশ্নাবলির পার্থক্য

সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলির সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের কিছু বিশেষ ফারাক লক্ষ করা যায়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা বা সাক্ষাৎকারদাতা মুখোমুখি অবস্থান করেন। উত্তরদাতার সমস্ত উত্তর সাক্ষাৎকারকারী লিখে নেন কিংবা রেকর্ড করেন। কিন্তু প্রশ্ন-উত্তর পর্বে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা সবসময় মুখোমুখি নাও থাকতে পারেন। অধিকাংশ সময় প্রশ্নকর্তা তার প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি লিখে উত্তরদাতার কাছে প্রেরণ করেন আর উত্তরদাতা তার জ্ঞান, ইচ্ছে অনুসারে সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাক্ষাৎকারে একপ্রকার প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ করা যায় কিন্তু প্রশ্নাবলিতে অপ্রত্যক্ষ যোগ থাকতে পারে। তবে উভর পদ্ধতির উদ্দেশ্য মোটামুটি এক এবং প্রশ্নের মধ্যেও প্রচুর মিল থাকা স্বাভাবিক।

৯.৩.২.৫ ক্ষেত্রকর্ম পরবর্তী পর্ব

তথ্য সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করে সংরক্ষণ করা এবং পরিশেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয় এই পর্বে। তথ্য সংরক্ষণের কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন- গ্রাম সমীক্ষার কাগজ সংরক্ষণ,

ক্রমান্বয়ে ছবি সংরক্ষণ, রেকর্ডকৃত তথ্য ক্রমান্বয়ে সংরক্ষণ, সমস্ত তথ্যকে যা ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে উঠে এসেছে ক্ষেত্রসমীক্ষায় তাদের ক্রমান্বয়ে পঞ্জিকরণ, ডিজিটাল সংরক্ষণ, কম্পিউটারে সংরক্ষণ ইত্যাদি। এ-ছাড়া বিভিন্ন লাইব্রেরি, সরকারি বা বেসরকারি গবেষণাকেন্দ্রের সু-ব্যবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ক্ষেত্র সমীক্ষার থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কিছু বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

১। প্রাচীন অনুসন্ধিৎসাবাদ

২। তুলনামূলক পদ্ধতি

৩। ঐতিহাসিক পদ্ধতি

৪। মার্কসীয় পদ্ধতি

৫। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি

৬। নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি

উক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির দ্বারা তথ্যের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উক্ত বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি খসড়া (field work report) তৈরি করতে হবে।

অর্থাৎ আমরা লক্ষ করছি যে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় বিশেষ কিছু পর্ব রয়েছে। প্রথমে স্থান নির্বাচন, জনজাতি নির্বাচন তারপর প্রস্তাবিত অঞ্চলে অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ। এরপর পাওয়া তথ্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ। সবশেষে একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত টানা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। ক্ষেত্রকর্ম-পরবর্তী পর্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪ ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদন

সামগ্রিক ক্ষেত্রকর্মটি তিনভাগে বিভক্ত আর এই তিনটি পর্যায়ের পরে আমাদের একটি খসড়া বা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। প্রতিবেদনে কোন কোন বিষয় থাকবে তা নির্বাচন করতে হয়। উক্ত প্রতিবেদনের একটি সাধারণ শৃঙ্খলা থাকে। যেমন-

সম্ভাব্য প্রতিবেদন:

১। শিরোনাম

২। প্রারম্ভিক

৩। গবেষণার বিবেচ্য মূল সমস্যা

৪। ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল

৫। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়, তারিখ ইত্যাদি

৬। ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়ক পূর্ববর্তী কাজের তথ্য প্রদান ও মূল্যায়ন

৭। পদ্ধতিগত তথ্য-

গবেষণার পদ্ধতিগত দিক

ক্ষেত্রকর্মের গুরুত্ব

ক্ষেত্রকর্মের বিষয় নির্বাচন ও অঞ্চল নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্য

ক্ষেত্রকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৯। সংগ্রহ তথ্য।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রশ্নমালা তৈরি

৯। সংগৃহীত তথ্যের উপাদানের উল্লেখ।

মৌখিক

বস্তুগত

অবস্তুগত

১০। পরিসংখ্যানগত তথ্য।

লিঙ্গগত

সাক্ষরতা

জীবিকা, অর্থনীতি

জনসংখ্যা ইত্যাদি।

১১। গবেষকের নিজস্ব কথা।

গবেষকের পর্যবেক্ষণ

বিশ্লেষণ

সিদ্ধান্ত

উত্থাপিত মৌলিক প্রশ্ন

ক্ষেত্রসমীক্ষার সুবিধা-অসুবিধা

১২। টীকা

১৩। পরিশিষ্ট

১৪। উল্লেখপঞ্জী

১৫। কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

১৬। অন্যান্য।

৯.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির তথ্যসমৃদ্ধ সামগ্রিক পরিচয় পাওয়ার অন্যতম উপায় এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। ইংরেজিতে বলা হয় 'field work'। এর নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও ধরন রয়েছে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাক্ষাৎকার গ্রহণ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের মূল বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন- ক্ষেত্র-সমীক্ষার স্বরূপ, ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রাক-প্রস্তুতি, ক্ষেত্র-সমীক্ষার ক্ষেত্র-পর্ব তথা সমীক্ষা-পদ্ধতি, সমীক্ষা পরবর্তী কর্ম, ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রতিবেদন ইত্যাদি।

৯.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন—

- ক্ষেত্র-সমীক্ষার স্বরূপ
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রাক-প্রস্তুতি
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার ক্ষেত্র-পর্ব তথা সমীক্ষা-পদ্ধতি
- সমীক্ষা পরবর্তী কর্ম
- ক্ষেত্র-সমীক্ষার প্রতিবেদন

৯.৭ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

✓ ৯.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে বেছে নিয়ে সেই অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব এমনকি ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক চিত্রকে জানার ও বোঝার মধ্য দিয়ে চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজ। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৩)

২। তথ্য সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করে সংরক্ষণ করা এবং পরিশেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয় এই পর্বে। তথ্য সংরক্ষণের কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন- গ্রাম সমীক্ষার কাগজ সংরক্ষণ, ক্রমান্বয়ে ছবি সংরক্ষণ ইত্যাদি এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৩.২.৫)

? ৯.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করুন।

*** *** ***